জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস

২৮ এপ্রিল ২০২৪

স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

বিশেষ ক্রোড়পত্র | আয়োজনে: জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন

বাণী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে শক্তিশালী বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আইনগত অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' বঙ্গবন্ধুর ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' প্রণয়ন ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ফলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও দরিদ্র মানুষ ছাড়াও বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, এসিডদগ্ধ নারী-পুরুষ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, পাচারকৃত নারী ও শিশুরা সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পাচ্ছে, যা বঙ্গবন্ধুর অনন্য সাংবিধানিক ভাবনারই প্রতিফলন। এছাড়া জাতীয় আইনগত সহয়তা প্রদান সংস্থা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি বিদ্যমান মামলা জট কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিচারব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও স্মার্ট বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার বিভাগকেও এ অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হবে। আমি বিচারক-আইনজীবীসহ বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতাধীন মামলাসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবেন - জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।
আমি 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগ সফল হোক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

চেয়ারম্যান
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
ও
মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের এক অনন্য ও মহতী কার্যক্রম। বস্তুত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একটি শোষণমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি নব্য স্বাধীন বাংলাদেশে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিশ্বমানের একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন, যেখানে লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া সংবিধানের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে সন্নিবেশ করা হয়, 'আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী' এবং ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়, 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে'। সাংবিধানিক এই মহান দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতেই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন ও সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' প্রণয়ন করে। ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র-অসহায় নাগরিকদের আইনগত সহায়তা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়। এই অধিকার বাস্তবায়নে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ঢাকায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সকল জেলায় লিগ্যাল এইড অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রত্যেক জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে একজন করে সিনিয়র সহকারী জজ/সহকারী জজ পদমর্যাদার বিচারককে লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া এই কার্যক্রমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি সংযোজন করা হয়েছে, যা বর্তমান সরকারের এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। এইসব কার্যক্রমের সুফল এখন সারা দেশের মানুষ ভোগ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে; স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যার নতুন স্বপ্ন ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, স্মার্ট ও ডিজিটাল সেবা যেকোনো নাগরিকের সহজ ও সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে; একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে। সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড করে স্মার্ট লিগ্যাল এইড ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আইন ও বিচার বিভাগ বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিচারপ্রার্থী সাধারণ জনগণ যাতে সহজেই আইনি বিরোধ বা জিজ্ঞাসায় আইনগত পরামর্শ সেবা গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য জাতীয় হেল্পলাইন টোল ফ্রি ১৬৪৩০ নম্বরের মাধ্যমে আইনগত পরামর্শ সেবা চালু করা হয়েছে। এখন বিচারপ্রার্থী জনগণ তার আইনগত সহায়তার আবেদন অনলাইন মাধ্যমেও দাখিল করার সুযোগ পাচ্ছেন।

জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইনি সহায়তা কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২৮ এপ্রিল তারিখকে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এরপর থেকে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল দেশব্যাপী নানারকম অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ"। এই প্রতিপাদ্য-কে ধারণ করে সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রম আরো সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ দিবস উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আনিসুল হক, এমপি

স্মার্ট লিগ্যাল এইড কার্যক্রম

মোহাম্মদ আল মামুন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজীবন স্বপ্ন ছিল এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কিংবা অন্য কোনো অক্ষমতা যেন তাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীন দেশের জন্য যে পবিত্র সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তার ২৭ নং অনুচ্ছেদে বিধৃত হয়েছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। ৩১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ প্রত্যেক নাগরিকের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। আর্থিক অক্ষমতার কারণে দেশের কোনো নাগরিক যাতে সে অধিকার হতে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০ সালে ক্ষমতায় থাকাকালে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' প্রণয়ন করেন। এ আইনের আওতায় 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং দেশের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র, অসহায় মানুষের আইনের সমান আশ্রয় লাভ ও আইনি কাঠামোয় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলায় 'জেলা লিগ্যাল এইড অফিস' এবং সর্বোচ্চ আদালতে 'সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়। দেশের সকল চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এভাবে সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার তত্ত্বাবধানে সুবিধাবঞ্চিত ও বিচার পেতে অসমর্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও শ্রমজীবী জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমানে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম মজবুত ভিত্তি লাভ করেছে।

সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় কী কী সেবা পাওয়া যায়

- ধনী-গরিব নির্বিশেষে যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আইনি পরামর্শ ও তথ্যসেবা এবং আপসযোগ্য বিরোধসমূহ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির সেবা;
- অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা দায়েরের প্রয়োজন হলে সরকারি খরচে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা:
  - মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ;
  - আদালত থেকে প্রেরিত মামলাসমূহ মধ্যস্থতা করা;
  - বিনামূল্যে ওকালতনামা সরবরাহ;
  - আইনজীবীর ফি পরিশোধ;
  - মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যয় পরিশোধ;
  - ফৌজদারি মামলার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ;
  - মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানী পরিশোধ;
  - ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ;
  - বিনামূল্যে রায় কিংবা আদেশের অনুলিপি সরবরাহ।

সরকারি আইনগত সেবাপ্রাপ্তির যোগ্যতা

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা- ২০১৪ এর ২ নং অনুচ্ছেদের (১) ও (২) উপঅনুচ্ছেদ অনুসারে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পেতে অধিকারী:

- কোনো ব্যক্তি, কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা, গেজেটভুক্ত কোনো বীর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বা কোনো শ্রমিক যাহার বার্ষিক আয় সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত আয়কর সীমার নিম্নে; এবং
- কর্মে অক্ষম, আংশিক কর্মক্ষম বা কর্মহীন কোনো ব্যক্তি;
- যে কোনো শিশু;
- মানব পাচারের শিকার যে কোনো ব্যক্তি;
- শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন এবং যৌন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু;
- নিরাশ্রয় ব্যক্তি বা ভবঘুরে;
- যে কোনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের লোক;
- পারিবারিক সহিংসতার শিকার অথবা সহিংসতার ঝুঁকিতে আছেন এরূপ যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি;
- বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন এরূপ কোনো ব্যক্তি;
- ভি জি ডি কার্ডধারী দুঃস্থ মাতা;
- দুর্বৃত্ত কর্তৃক এসিড দগ্ধ নারী বা শিশু;
- আদর্শ গ্রামে গৃহ বা ভূমি বরাদ্দ প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;
- অসচ্ছল বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং দুঃস্থ মহিলা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি;
- আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আদালতে অধিকার প্রতিষ্ঠা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অসমর্থ ব্যক্তি;
- বিনা বিচারে আটক এমন ব্যক্তি যিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে আর্থিকভাবে অসচ্ছল;
- আদালত কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় বা অসচ্ছল বলে বিবেচিত ব্যক্তি;
- জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় বা অসচ্ছল বলে বিবেচিত ব্যক্তি।

সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের সফলতার চিত্র

আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম: জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০০৯ হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ১০,২২,৯৫৮ (দশ লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত আটান্ন) জন ব্যক্তিকে সরকারি আইনি সেবা প্রদান করেছে; যার মধ্যে ৬৪ টি জেলা কমিটির মাধ্যমে ৩,৭৭,৪৫৪ জনকে সরকারি খরচে মামলা দায়ের ও আইনজীবী নিয়োগসহ প্রাসঙ্গিক সকল ব্যয় নির্বাহ করতে সহায়তা করেছে। সহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ১,৮৮,৫০৯ জন নারী, ১,৮৭,১৮৪ জন পুরুষ, ১,৭৬০ জন শিশু এবং ০১ জন তৃতীয় লিঙ্গের। তাছাড়া ২০০৯ হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টে ৩,১০৫ টি মামলায় সরকারি খরচে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং ২৪,৩১৯ জনকে আইনি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত: ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম: সংস্থা জুলাই ২০১৫ হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট প্রাপ্ত ১,২১,৩৭৫টি বিরোধ/মোকদ্দমার (প্রি-কেইস+পোস্ট-কেইস) মধ্যে (৯৩,৮৩২+১৭,০০৪) = ১,১০,৮৩৬টি বিরোধ/মোকদ্দমা বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করে উপকারভোগীদেরকে ১৮০,৪৫,২৭,৪২৫/- (একশত আশি কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সাতাশ হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে। ৫,৫২৫টি মোকদ্দমা বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির কারণে বিচারিক আদালত হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়নের পূর্বে ১৭টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস হতে ২৯০ টি বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৬৮ টি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয় এবং ৪৬৮ জন সুবিধাভোগীকে ৪৫,৯৮,০০০/- টাকা আদায় করে দেয়া হয়।

লিগ্যাল এইড মামলা নিষ্পত্তি: ২০০৯ হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত পারিবারিক, দেওয়ানি, ফৌজদারিসহ সর্বমোট ১,৯১,৩২৬ (এক লক্ষ একানব্বই হাজার তিনশত ছাব্বিশ) টি মামলা লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের মধ্যে দেওয়ানি ২৪,১৫৬টি, ফৌজদারি ১,২৫,১৫৯ টি, পারিবারিক ৪০,৭৩০টি এবং অন্যান্য ১,২৮১টি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে আমি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, সমতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসহ মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা। জাতীয় মুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রধান লক্ষ্য ছিল এমন এক শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং সুবিচার নিশ্চিত হবে। সেই লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে আইনের দৃষ্টিতে সমতা, আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার, গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ, সম্পত্তির অধিকারসহ ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত করেন। জাতির পিতার নির্মম হত্যাকান্ড, সামরিক শাসন এবং স্বৈরাচারী, গণবিরোধী ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির ক্ষমতা দখল জনগণের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকে বারবার দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বর্তমান সরকার জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সকল দুঃশাসন ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বাংলাদেশকে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করেছে। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব এবং এ সময়ে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করব।

স্মার্ট বাংলাদেশে সরকারি কার্যক্রম ও সেবাসমূহ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" সারা বাংলাদেশের আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থসামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে। সরকারি আইনগত সহায়তাকে আরো টেকসই, উদ্ভাবনী, জনবান্ধব এবং পক্ষদের আইনগত বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি ও সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধিতে লিগ্যাল এইড অফিসসমূহ আইনগত পরামর্শ সেবা দিয়ে মামলাজট নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

আওয়ামী লীগ সরকার আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নে সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগ "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" এর মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। আমি বিশ্বাস করি, স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ এবং সর্বোপরি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। সকলের সমন্বিত উদ্যোগেই অচিরেই সুশাসন নিশ্চিত করে আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এ দিবসে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে শাহাদতবরণকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের। আরো স্মরণ করছি, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী ৩০ লক্ষ শহিদ এবং নির্যাতিত ২ লক্ষ মা-বোনকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন; তাঁরই নেতৃত্বে জাতি স্বল্প সময়ে পেয়েছে একটি অনন্য সংবিধান। আইনের দৃষ্টিতে সমতা নিশ্চিত করার জন্য তিনি বিচারব্যবস্থার উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের সমান আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' প্রণয়ন করে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমকে প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এর সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সকল পর্যায়ে আইনি সহায়তা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি, জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি, চৌকি আদালত বিশেষ কমিটি এবং শ্রম আদালত বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকারের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার এ পথে সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগ নিয়েছে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা। ইতোমধ্যে সকল জেলায় লিগ্যাল এইড অফিসারের পদায়ন করা হয়েছে। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে লিগ্যাল এইড অফিসাররা যাতে তাদের দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারে, সেই লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সরকারি আইনগত সহায়তা সেবা ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী জনগণের সহজলভ্য আইনগত সেবা নিশ্চিতকরণে টোল ফ্রি-১৬৪৩০ জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগ স্মার্ট লিগ্যাল এইড প্রদানের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এই সেবাকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেই লক্ষ্যে সমাজের অসচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। এরই মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

আমি সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৪' এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ গোলাম সারওয়ার

শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল: দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সংস্থা ২০১৩ সালে ঢাকার শ্রম আদালতে ও ২০১৬ সালে চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন করেছে। এ দু'টি সেল থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ২০,৭১০ জনকে আইনি পরামর্শ প্রদান, ৪,৩২৭ টি মামলা দায়ের, ৫৮১ টি মামলা নিষ্পত্তি, ৩৬০ জন অসহায় শ্রমিককে চাকুরিতে পুনর্বহাল এবং ১৩৬ টি সাময়িক বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা হয়েছে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে ১,৯০৯টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬,৫৩,৩৬,২৬২/- (ছয় কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত বাষট্টি) টাকা আদায় করা সম্ভব হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশে বিদ্যমান সকল শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন করা হবে। খুলনা ও সিলেট জেলায় শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কারাবন্দিদের আইনগত সহায়তা: আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক কারাবন্দি কারাগারে অসহায় জীবনযাপন করছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০১২ সাল হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ১,১৬,৬৪৫ জন অসহায় কারাবন্দিকে সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

বিনামূল্যে আইনগত তথ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদানে জাতীয় হেল্পলাইন (টোল ফ্রি) নম্বর ১৬৪৩০

২০১৬ সালে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে টোল ফ্রি জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার ১৬৪৩০ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত টোল ফ্রি ১৬৪৩০ হেল্পলাইন নম্বরে সারা দেশ হতে অসহায় ও সাধারণ মানুষ কল করে আইনি পরামর্শ ও তথ্যসেবা গ্রহণ করছে। জাতীয় হেল্পলাইনের মাধ্যমে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত ৪০,৯৭৫ জন নারী, ১,২১,৬২২ জন পুরুষ, ২,১৪৯ জন শিশু এবং ৫১ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিসহ মোট ১,৬৪,৭৯৭ (এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত সাতানব্বই) জনকে বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শ ও তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ে সরকারি আইনি সেবা জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ সংস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। সরকারের a2i প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় সংস্থা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় www.nlaso.gov.bd ওয়েবসাইটটি পরিচালনা করছে। ওয়েবসাইটে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সিটিজেন চার্টার, প্রধান কার্যালয় সম্পর্কিত তথ্যাদি, আইনগত সহায়তা বিষয়ক তথ্য, ন্যাশনাল হেল্পলাইন নম্বর, সকল জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের হটলাইন নম্বরসহ যোগাযোগের ঠিকানা, বিভিন্ন ফরম এবং আইনগত সহায়তা সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা আপলোড করা আছে যা যে কোন ব্যক্তি ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারেন। অনলাইনেও লিগ্যাল এইড প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সংস্থার ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে অপশন রয়েছে।

সরকারি আইনি সেবা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে https://www.facebook.com/bdnlaso নামে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ খোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। সংস্থা সরকারি আইনি সেবা প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্য ও লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের সফলতা প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সরকারি আইনি সেবা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। এছাড়া যেকোনো ব্যক্তি আইনগত তথ্য ও পরামর্শ এ পেইজের ম্যাসেজ অপশনে গিয়েও পেতে পারেন এবং সংস্থা তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সেবা দিয়ে থাকে।

সংস্থা দ্রুততম সময়ে সরকারি আইনি সেবা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও এর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে লিগ্যাল এইড অফিস অটোমেশন ও ডিজিটাল ডাটাবেইজ কার্যক্রম শুরু করেছে। লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সংস্থা তার অধীনস্থ অফিসসমূহ-কে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবস্থিত সেন্ট্রাল ডাটাবেইজ এর সাথে যুক্ত করেছে। এর ফলে সারাদেশের সকল অফিসের কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

আইনগত সহায়তা সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রম

ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে সরকারি আইনি সেবাপ্রাপ্তি ও এর কার্যক্রম প্রচারের নিমিত্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংস্থা বিভিন্ন সময়ে TVC (টেলিভিশন কমার্শিয়াল) নির্মাণ করেছে। প্রচারণামূলক এসব টিভিসি বর্তমানে বিটিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও বেতারে প্রচার করা হচ্ছে। তথ্যচিত্র ও ডকুড্রামা নির্মাণ করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষাতেও তথ্যচিত্র তৈরি করা হয়েছে। সকল তথ্যচিত্র ও ডকুড্রামা সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে আছে।

Youtube – এ National Legal Aid Services Organization নামে একটি অফিসিয়াল চ্যানেল আছে। এতে সংস্থা কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন তথ্যচিত্র, ডকুড্রামা, জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে দেওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সরকারি আইনি সেবা সম্পর্কিত মূল্যবান বক্তব্য রয়েছে।

সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

সংস্থা সরকারি আইনি সেবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্ত সকল জেলায় প্রচারণামূলক সেমিনার ও বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। এসব সেমিনারের মাধ্যমে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর কাছে সরকারি আইনি সেবার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিনির্ভর ও গুণগত মানসম্পন্ন আইনি সেবা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর কারিগরি সহযোগিতায় নিয়মিতভাবে লিগ্যাল এইড অফিসার, প্যানেল আইনজীবী ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। ফলে দেশের সকল স্তরের জনগণ সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে সহজে জানতে পারছে ও সেবা গ্রহণ করতে পারছে।

আইনগত সেবা সম্পর্কে প্রচারণা ও প্রকাশনা

আইনগত সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার, ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও আইনগত আবেদন ফরম বিতরণ করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি থেকে লিগ্যাল এইড বিষয়ক ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। সরকারি আইনি সেবার তথ্য তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্ত সংস্থা প্রতিনিয়ত মাঠ পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে উঠান বৈঠক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গণশুনানি/বিতর্ক/ছায়া আদালত, মাইকিং এবং মোবাইল লিগ্যাল এইড ক্লিনিক কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে লিগ্যাল এইড বিষয়ক সচেতনতা তৈরিতে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে। সারাদেশের আইন বিষয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে সরকারি লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের সেতুবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জন্য আইনি তথ্য এবং বিচারপ্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ এবং লিগ্যাল এইড বিষয়ক জ্ঞানার্জন ও তথ্য প্রচারমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সংস্থা কাজ করে চলেছে। এর বাইরে টিভি ও রেডিওর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারি লিগ্যাল এইড সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, স্মার্ট লিগ্যাল এইড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় ন্যায়বিচার পৌঁছে দেয়া।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

লেখক: পরিচালক (সিনিয়র জেলা জজ)
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা।